ভারতীয় ধর্মনীতির দার্শনিক সমীক্ষা

সম্পাদনা
কনক কুমার জানা

ISBN : 978-81-908797-0-51

© কনক কুমার ভাণা

মূল্যঃ ৩০০.০০

প্রথম সংস্করনঃ ২০১৮

প্রকাশকঃ
জ্যোতি পাবলিকেশন
২২১, রবীন্দ্র সরণী,
কোলকাতা- ৭০০০০৭

শব্দ সংযোজনঃ
কমপিউটেক সিস্টেম,
দিল্লী- ১১০০৩২

মূদ্রনঃ
কমপ্যাক্ট প্রিন্টারস
দিল্লী- ১১০০৯৪

ধর্ম ও তার নানান প্রেক্ষিত

পৌলোমী তালুকদার ও সুমৌলী সেনগুপ্ত

মহাভারতের বনপর্বের শেষদিনে শৈবাল মৎসভোজী প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠিরকে যে পথ কি? তার উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—

'বেদা ভিন্ন স্মৃতিশ্চয় ভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ।।'

ভারতীয় ধর্মনীতিতে 'ধর্ম' এই পদটিকে নানা ব্যাখ্যা ও অর্থ করায় এর বিভ্রান্তি যেমন বেড়েছে, তেমনি এই পদটির অর্থের ও কার্যকারিতার ব্যাপ্তিও বেড়েছে। কোনো শব্দের অর্থ যদি নির্দিষ্ট না থাকে তার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায় এবং তা কালজয়ী বা classic হয়ে ওঠে। ধর্ম হল ঠিক তেমনই একটি ধারণা (concept)। সেই কারণে ভারতীয় দর্শনের নৈতিক আলোচনাকে ধর্মনীতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। নৈতিকতার নানা দিক ও মাত্রাকে বোঝানোর জন্যই এই ধর্মপথটির ব্যঞ্জনার নানার্থকতা কিন্তু অনস্বীকার্য। ভারতীয় নৈতিকতার আলোচনায় মানব, প্রকৃতি অর্থাৎ যা কিনা পার্থিব তা সকল কিছুই এসেছে। এই পার্থিব সত্তার যেহেতু কোনো শাশ্বত একরূপী চেহারা পাওয়া যায় না, তাই তাকে কেন্দ্র করে নৈতিক ধারণা তথা ধর্মের আলোচনারও কোনো স্থিরতা না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। যাই হোক 'ধর্ম' শব্দটি যে নানার্থকতা ও দ্ব্যর্থকতা বহন করে তা বুঝতে আমাদের বেশি মাথা খাটাতে হয় না। আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ই হল ধর্ম এবং ধর্মের নানার্থ অনুধাবন করতে পারাটাই এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য।

পর্ব-১

ধর্ম ও তার নানার্থকতা

"ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম,